আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদের উপর শকুনের ছায়া

প্রিয় ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ভাই ও বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের প্রতি রইলো আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনারা নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে অবগত হয়েছেন যে, বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদ ও ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ রাহু মুক্ত হয়েছে। আর এ কারণেই একজন ভন্ড প্রতারক ও লুটেরার চিৎকার চেঁছামেছি ও শোকের বিলাপ আরম্ভ হয়ে গেছে।

একজন ভন্ড প্রতারক, শয়তান সব সময় বলে প্রকৃত সত্য হলো এই যে, ... ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা। আসল সত্য কোন শয়তান ভন্ড ও প্রতারকের মুখ থেকে আসার কথা নয়। ইবলিশ শয়তানের কথা তো আমরা সবাই জানি।

এই ভন্ড একবার আপনাদের কাঁধে ২০০৯ সালে রূপকথার দৈত্যের মত চেপে বসেছিল। ঐ সময় ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর ৯,০০,০০০/-(নয় লক্ষ) টাকা লোপাট করে, চোরের মত দায় সারা হিসাব দিয়ে পালিয়ে গিয়াছিল। আজও তার সেই লোপাটের ভাউচার সংরক্ষিত আছে। প্রয়োজনে জনসুন্মক্ষে তা প্রকাশিত হবে।

প্রিয় ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ভাই ও বোনেরা, এখানে বলছি যারা আমাদের মাঝে মুখোশ পড়ে লুকাইত সেই সভাপতির কথা যিনি বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের সভাপতি হিসাবে নাম ভাঙ্গিয়ে দালালী লুটতরাজ ও বদলী বাণিজ্য ইত্যাদি করে যাচ্ছেন ও যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন এমন কাজ করেই জাতির কলঙ্ক হিসেবেই তাঁর পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকবেন।

বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদ ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠা লগ্নে এই দুর্নীতিবাজ সভাপতি আমাদের মাঝে ছিলেন না। ২০০৮ সালে হাইব্রীড নেতা হিসাবে কমিউনিষ্ট থেকে তার আগমন। তাছাড়া একজন মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মান জানানো তো অন্যায় নয়। আমরা ভেবেছিলাম বঙ্গবন্ধু পরিষদে যখন এসেছে তখন বোধ হয় লেজটা সোজা হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন।

প্রিয় ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ভাই ও বোনেরা, আমরা ২০১৮ সালের ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদ থেকে আমার নেতৃত্বে ৪১জন সদস্যকে মনোনয়ন দিয়েছি। যেখানে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল শতাধিক। যার কোন রূপ নীতি নৈতিকতা নাই তার কাছে মনোনয়ন চাইবে কে?

তারপরও তার ব্যর্থ চেষ্টার অন্ত ছিল না। সে একটা প্যানেল দাঁড় করানোর জন্য অনেক অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে (জাতীয়তাবাদী দল) ডি.এ্যাব এর সভাপতি জনাব জিয়াউল হায়দার পলাশকে সমর্থন দেন। সেখানেও তার ভরাডুবি ঘটে।

প্রিয় ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ভাই ও বোনেরা, জনাব সভাপতির কথা আপনারা নিশ্চয় জানেন গঠনতন্ত্রের কথা বলে উনি স্বয়ংক্রিয় ভাবে কিছু লোককে অব্যহতি দিয়াছেন। সে গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা বলেই বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি তাকে বিদায় দিয়াছে। বিধি বাম তিনি নিজের ফাঁদেই নিজেই ধরা খেয়েছেন। এই প্রতারকের সভায় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মাত্র ০৬ জন লোক উপস্থিত ছিল। তার মধ্যে খোলা চিঠির তিন পাগল ও রাজশাহীর সেই পুরানো বলদটা অন্যতম। আসল ঘটনা হলো লুটেরাদের কোন কমিটির প্রয়োজন হয় না। গঠনতন্ত্রেকে তাদের সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করে। সভা সমিতিকে সুবিধার লাইন টুকু পড়ে শোনায়। বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদের অতীতের যাবতীয় টাকা আত্মসাতকারী জনাব সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করুন। তৎকালীন সোসাইটি থেকে তাকে কেন বহিস্কার করেছিল। মরহুম ইব্রাহিম মিয়া কেন তাকে কেন্দ্রীয় অফিস হতে বের করে দিয়া ছিল? শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারনে এই ভদ্রলোক বার বার নিগৃহীত হয়েছেন। বড় ভাইয়ের ঘ্রাণ শক্তি এত বেশী যে যেখানে অর্থ আছে তিনি সেখানেই।

প্রিয় ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সেই লুটেরা সভাপতি যিনি গত ০৪ বৎসর অধিক কাল নিষ্ক্রিয় থাকার পর হঠাৎ সক্রিয় হলেন কেন? সে কিছু দালালের মাধ্যমে জামাত ও বিএনপির ফরম পূরন করে আনলে এতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা হয়। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যাচাই বাছাই করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের লোকদেরকে সেই সদস্য নাম্বার দেয়া হবে। বাকী টাকা যারা ভিন্ন আদর্শের তাদেরকে ফেরৎ দেয়া হবে। কিন্তু এত টাকা দেখে তাহার মাথা খারাপ হয়ে যায়। যে কোন ভাবেই হউক উক্ত টাকা তাকে আত্মসাত করতেই হবে। যে জন্য সে আপনাদের টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে জামাত বিএনপির কোন কিছুই যাচাই বাছাই না করে খাই খাই উদ্দেশ্যে সবাইকে বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদের নাম্বার দেয়ার পাঁয়তারা করছিল। যখন আমার সম্মতি পায় নাই তখন স্বমূর্তী ধারণ করেন। আপনারা তার এহেন কর্মকান্ডের জন্য তীব্র প্রতিবাদ করে টাকা ফেরৎ নিন। উনি আপনাদের ভদ্র কথায় টাকা ফেরৎ দিবেন না। প্রয়োজনে আইনের আশ্রয়ে যেতে হবে। এজন্য তৈরী হউন। আগামী ০২ মাসের মধ্যে আবার বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা হবে। তার পূর্বে সকল জেলার কমিটি গঠন করে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। মনে রাখবেন কোন ব্যক্তির খেয়াল খুশি ও ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে সংগঠন জিম্মী থাকতে পারে না। যে কোন মূল্যেই অত্র সংগঠনকে আমরা স্বচ্ছ রাখার চেষ্টা করব। শকুনের ছায়া মুক্ত করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(এ টি এম আব্দুল কাশেম)
মহাসচিব
বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদ
০১৭১১-৪৮৮৪২৫